Ray Bradbury

চিত্রবিচিত্র মানুষ

The Illustrated Man

রে ব্র্যাডবেরি

ভাষান্তর : সুমিত বর্ধন

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

রে ব্র্যাডবেরির ভূমিকা

নাচি যাতে মরে না যাই

আইফেল টাওয়ারের কাছে বাসারি শন দ্যু মায়াসে কর্মরত আমার পরিচারক বন্ধু লঅঁ, একরাতে Une Grande Beer (একটা বড় বিয়ার) পরিবেশন করার সময় আমাকে তার জীবনের ব্যাখা শুনিয়েছিল।

"আমি দশ থেকে বারো ঘণ্টা কাজ করি," বলে সে, "তারপরে মাঝরাতে আমি গিয়ে নাচি, নাচি, নাচি, সকাল চারটে বা পাঁচটা অবধি, তারপর শুতে যাই আর ঘুমোই দশটা অবধি, তারপর ওঠ, ওঠ আর এগারোটার মধ্যে কাজে তারপর আবার দশ বা বারো কিংবা পনেরো ঘণ্টার কাজ।"

"কী করে পারো করতে?" প্রশ্ন করি আমি।

"খুব সহজ," বলে সে।" ঘুমিয়ে পড়া মানে মরে যাওয়া। মরে যাওয়ার মতো। তাই আমরা নাচি, আমরা নাচি যাতে মরে যেতে না হয়। ওইটা আমরা চাই না।"

"তোমার বয়স কত?" প্রশ্ন করি আমি, অবশেষে।

"তেইশ," বলে সে।

"আহ্" বলে তার কনুইটা আলতো করে ধরি।" আহ্। তেইশ, তা-ই না?"

"তেইশ," বলে সে হালকা হেসে।" আর আপনি?"

"ছিয়াত্তর," বলি আমি।" আর আমিও মরে যেতে চাই না। কিন্তু আমি তেইশ বছরের নয়। এর উত্তর কী করে দিই? কী করি আমি?"

"হ্যাঁ," বলে লঅঁ, হাসিটা তখনও লেগে তার মুখে, নিষ্পাপ, "রাত তিনটের সময় আপনি কী করেন?"

"লিখি।" আমি বলি অবশেষে।

সূচি

ভূমিকা; চিত্রবিচিত্র মানুষ ◉ ১৭
আফ্রিকার তেপান্তর ◉ ২৪
ক্যালাইডোস্কোপ ◉ ৪৪
ভাগ্যচক্র ◉ ৫৭
বড়রাস্তা ◉ ৭৬
সেই মানুষটা ◉ ৮২
বর্ষা অবিরাম ◉ ১০০
শুধু যাওয়া, আসা ◉ ১১৯
অদ্য শেষ রজনি ◉ ১৩৪
নির্বাসিত ◉ ১৪০
কোনও বিশেষ রাত বা সকাল নয় ◉ ১৫৯
শৃগাল ও অরণ্য ◉ ১৭২
অভ্যাগত ◉ ১৯৩
কংক্রিট মাখার মেশিন ◉ ২১১
কলপুতুল কোম্পানি ◉ ২৩৮
শহর ◉ ২৪৯
সন্ধিক্ষণ ◉ ২৫৯
রকেট ◉ ২৭৩
চিত্রবিচিত্র মানুষ ◉ ২৮৭
উপসংহার ◉ ৩০৪

ভূমিকা: চিত্রবিচিত্র মানুষ

(Prologue: The Ilustrated Man)

চিত্রবিচিত্র মানুষটার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ এক তাপ-লাগা বিকেলে। সবে তখন সেপ্টেম্বর মাস পড়েছে। আমার পায়ে হেঁটে উইসকনসিন ঘোরার দু-হপ্তার মেয়াদ প্রায় এসেছে ফুরিয়ে। অ্যাসফাল্ট-বাঁধানো রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে থেমেছি পড়ন্ত বিকেলবেলায়। পর্ক, রাজমা আর ডোনাট দিয়ে আহার সেরে আয়েশ করে সবে হাত-পা ছড়াচ্ছি বই পড়ব বলে, এমন সময়ে ছোট টিলাটা হেঁটে পার হয়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে আকাশের প্রেক্ষাপটে এসে দাঁড়ায় চিত্রবিচিত্র মানুষটা।

তখন অবশ্য তার চিত্রবিচিত্র গাত্রত্বকের কথা জানতাম না। দেখলাম একটা লম্বা লোক, তার এককালের পেশিবহুল শরীরটায় মেদ জমে ছাপ পড়েছে স্থূলতার। তার হাত দুটো লম্বা, হাতের তালু দুটো ভারী। কিন্তু সেই দশাসই চেহারার ওপর বসানো মুখটা ছেলেমানুষের মতো।

"কোথায় একটা কাজ পাব বলতে পারেন?" আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করে লোকটা। যেন আমি আছি সেটা টের পেলেও আমাকে ঠিক দেখতে পায়নি।

বলি, "না ভাই, মাফ করতে হল।"

"চল্লিশ বছরে একটা কাজও টেকাতে পারিনি, জানেন," উত্তর দেয় লোকটা।

বিকেল গড়িয়ে এলেও গরম কমেনি। কিন্তু লোকটার পরনে উলের জামাটা গলার কাছে শক্ত করে আঁটা। জামার হাতা দুটোও কবজির কাছে বোতাম এঁটে কষে বন্ধ করা। মুখ বেয়ে নামে ঘামের স্রোত, তবুও জামাটা ছাড়ার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না।

"যাক গে। রাত কাটানোর জন্যে অন্য জায়গার চাইতে এখানটা আর খারাপ

আফ্রিকার তেপান্তর

(The Veldt)

"জর্জ, বাচ্চাদের খেলাঘরটা একবার দেখবে?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"তা ঠিক জানি না।"

"তাহলে?"

"একবার দ্যাখোই না। না পারলে সাইকোলজিস্ট ডাকো।"

"বাচ্চাদের ঘর দেখে সাইকোলজিস্ট কী করবে?"

"কী করবে সে তুমি খুব ভালোই জানো।" রান্নাঘরের স্টোভটা আপন মনে গুঞ্জন তুলে চারজনের রাতের খাবার রাঁধে। সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে জর্জের স্ত্রী।

"খেলাঘরটা আগের চাইতে কেমন যেন আলাদা হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা চলো, দেখছি।"

তাদের জীবনসুখ ধামের সাউন্ডপ্রুফ করিডর দিয়ে হাঁটে দুজনে। হাজার তিরিশেক ডলারে গড়া এই বাড়িটা তাদের খাওয়ায়, পরায়, দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায়, তাদের সঙ্গে খেলে, গান শোনায়। মানে যথাসম্ভব আদরযত্ন করে।

কোথাও একটা সুইচকে তাদের আসাটা টের পাইয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চাদের খেলাঘরের দশ ফুটের মধ্যে আসতে-না আসতে খেলাঘরের আলো দপ করে জ্বলে ওঠে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মৃদু কারিকুরিতে নিবে যায় পেছনে ফেলে-আসা করিডরের আলো।

"বেশ," বলে জর্জ হেডলি।

খেলাঘরের বুনোট মেঝেতে দাঁড়ায় দুজনে। চল্লিশ ফুট লম্বা আর চল্লিশ ফুট

ক্যালাইডোস্কোপ

(Kaleidoscope)

প্রথম ভয়ানক আঘাতটাই একটা দানবিক ক্যান খোলার যন্ত্রের মতো রকেটটাকে পাশ থেকে চিরে খুলে দেয়। ছটফট করা রুপোলি পোকার মতো এক ডজন মানুষ ছিটকে যায় মহাশূন্যে, ছড়িয়ে যায় তার অন্ধকার সমুদ্রে। লাখখানেক টুকরোর রূপ-নেওয়া মহাকাশযানটা এগিয়ে যায় না থেমেই, যেন নিখোঁজ সূর্যের সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া উল্কাপুঞ্জ।

"বার্কলে, বার্কলে, কোথায় তুমি?"

হিমশীতল রাতে পথ-হারানো শিশুদের কণ্ঠস্বরের মতো শোনায় কণ্ঠস্বরগুলো।

"উড, উড!"

"ক্যাপটেন!"

"হলিস, হলিস, স্টোন বলছি!"

"স্টোন, হলিস বলছি। কোথায় তুমি?"

"জানি না। কী করে বুঝব? ওপরদিক কোনটা? আমি পড়ে যাচ্ছি যে। হে ভগবান, পড়ে যাচ্ছি।"

সবাই পড়তে থাকে। পড়তে থাকে কুয়োর মধ্যে ফেলা নুড়ির মতো। ছড়িয়ে পড়তে থাকে যেমন ছড়িয়ে পড়ে কোনও দানবিক শক্তিতে ছুড়ে-দেওয়া খেলার ঘুঁটি। মানুষের জায়গায় পড়ে থাকে কেবল কণ্ঠস্বর—নানা ধরনের কণ্ঠস্বর, ব্যাকুল, বিদেহী কণ্ঠস্বর। আতঙ্ক আর হতাশার আলাদা আলাদা মাত্রার ছোঁয়া-লাগা, সরু-মোটা রকমারি কণ্ঠস্বর।

"পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আমরা।"

ভাগ্যচক্র

(The Other Foot)

খবরটা শোনার পর রেস্টুরেন্ট, কাফে, হোটেল বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। তাদের কালো হাতগুলো তুলে-রাখা উঁচুতে তাকানো সাদা চোখের ওপর। মুখ চওড়া হয়ে খোলা। সেই তপ্ত দুপুরে তখন হাজার হাজার মাইল জুড়ে ছড়ানো নানান ছোট ছোট শহর, যেখানে কালো মানুষগুলো পায়ের নীচে ছায়া নিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে।

নিজের রান্নাঘরে হ্যাটি জনসন ফুটন্ত স্যুপটা চাপা দেয়, সরু আঙুলগুলো একটা কাপড়ে মোছে, তারপরে সাবধানে হেঁটে যায় পেছনের বারান্দা অবধি।

"মা, এসো, এসো। ও মা, এসো—মিস করে যাবে।"

"ও মা।"

ধুলো-মাখা আঙিনায় তিনটে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে লাফিয়ে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে ছটফটিয়ে তাকায় বাড়ির দিকে।

"আসছি আমি," জালের দরজটা খোলে হ্যাটি, "কোথায় শুনলি এইসব গুজব?"

"জোন্সদের ওখানে মা। ওরা বলছিল, একটা রকেট আসছে, বিশ বছরে এই প্রথমবার, তাতে একজন গোরা আছে।"

"গোরা কাকে বলে? আমি কোনওদিন দেখিনি।"

"জানতে পারবি," বলে হ্যাটি, "হ্যাঁ, ভালো করেই জানতে পারবি।"

"একজন গোরার কথা বলো-না মা। আগে যেমন বলতে।"

ভুরু কোঁচকায় হ্যাটি, "তা সে অনেক দিনের আগের কথা। আমি তখন একটা ছোট্ট মেয়ে, বুঝলি। সেই ১৯৬৫ সালে।"

বড়রাস্তা

(The Highway)

তাপ-জুড়োনো বিকেলের বৃষ্টি নেমে এসেছিল উপত্যকায়, পাহাড়ের লাঙল-দেওয়া জমিতে ছুঁয়েছিল ভুট্টার খেত, টোকা দিয়েছিল কুঁড়ের চালের শুকনো ঘাসে। সেই বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকারে, লাভা পাথরের চাঙড়ের মাঝে ভুট্টা পেষে মেয়েরা, কাজ করে চলে অবিরাম। ভিজে অভাবী আলোর মাঝে কোথাও একটা শিশু কেঁদে যায়।

কাঠের লাঙলটা নিয়ে মাঠে নামবে বলে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে হার্নান্ডো। নীচের নদীটা টগবগিয়ে খয়েরি হয়ে উঠে বয়ে যেতে যেতে আরও গাঢ় হয়। কংক্রিটের রাস্তাটাও আর-একটা নদী। সেটা অবশ্য বয় না। ভিজে চকচক করে, খালিই পড়ে থাকে। রাস্তা দিয়ে এক ঘণ্টায় একটাও গাড়ি আসেনি। এ ব্যাপারটাও বেশ চিন্তা করার মতো অস্বাভাবিক। বছরের পর বছর ধরে এমন একটাও ঘণ্টা যেত না, যখন একটা গাড়ি না এসে দাঁড়াত, আর কেউ একজন হাঁক পাড়ত, "এই যে, তোমার একটা ছবি নিতে পারি?" সেই কেউ একজনের কাছে একটা বাক্স থাকত। সেটা খটাস করে শব্দ করত, আর হার্নান্ডোর হাতে একটা কয়েন চলে আসত। মাথায় টুপি ছাড়াই ধীরপায়ে তাকে খেত পেরিয়ে আসতে দেখলে তারা অনেক সময়ে বলত, "ওঃ, তোমাকে আমরা টুপি সমেত চাই যে!" বলে তারা হাত নাড়ত। সেসব হাতে নানা সোনালি জিনিসের বাহার। কোনওটা সময় জানায়, কোনওটা তাদের পরিচয় জানায়, কোনওটা কিছুই করে না, কেবল মাকড়সার রোদ-লাগা চোখের মতো পিটপিট করে। ঘুরে গিয়ে হার্নান্ডো তখন আবার টুপিটা নিয়ে আসত।

হার্নান্ডোর বউ বলে, "কিছু হয়েছে, হার্নান্ডো?"

"হ্যাঁ। রাস্তাটা। বড়সড়ো কিছু একটা হয়েছে। রাস্তাটা এমন খালি করে দেওয়ার